

# প্রজন্ম

কথা

Voice of the generation

## PROJANMO

Kohta

নভেম্বর ২০১৭

### ডেডার ডিজিটাল সটিংসতা: প্রেমিক্ত বাংলাদেশ

তহবিল সংগ্রহে এনজিওগুলোর  
ভাল নেটওয়ার্কিং প্রয়োজন





# পিএসটিসি কমিউনিটি প্যারামেডিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট জন্ম চলেছে



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) পরিচালিত

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক  
অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অধিভুক্ত ও নিবন্ধিত কোর্স

**কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলী**

২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

৬ মাসে ১টি সেমিস্টার হিসেবে মোট ৪টি সেমিস্টার

**জন্মের সময় সূচি:**

- আগে আসলে আগে ভর্তি হবেন, ভর্তিতে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
- প্রতিদিন (রবিবার – বৃহস্পতিবার) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্লাস কার্যক্রম চলে
- কোর্স শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়

**জন্মের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র**

- এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাশের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- জন্মনিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- চার (৪) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

**কোর্স-কালীন সুবিধাসমূহ**

- ভাল রেজাল্ট এর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনে নির্ধারিত ফি তে থাকার ব্যবস্থা
- উপযুক্ত উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত নিজস্ব ক্লিনিকসমূহে ইন্টার্নশিপের সুব্যবস্থা

**কোর্স সম্পন্ন করার পর চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগসমূহ**

- স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভাল বেতনে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ
- সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- সূর্যের হাসি, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য এনজিও ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন
- বিদেশে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন

**আর্থিক তথ্য (সেমিস্টার অনুযায়ী)**

১ম সেমিস্টার	২য় সেমিস্টার	৩য় সেমিস্টার	৪র্থ সেমিস্টার
ভর্তি ফি: ১০,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-
মাসিক বেতন: (৬X২০০০) ১২,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-
সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০) ৪,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	প্র্যাকটিক্যাল ফি: ১০,০০০/-
সর্বমোট ২৬,০০০/-			সর্বমোট ২৬,০০০/-

(ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর নিয়ম অনুযায়ী হবে যা ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে জানানো হয়)



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

পিএসটিসি ভবন, প্লট # ০৫, মেইন রোড, ব্লক- বি, আফতাব নগর, বাড়ডা, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৫৩২৮৪, ৯৮৮৪৪০২, ৯৮৫৭২৮৯, E-mail: pstc.cpti@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

সম্পাদক

ড. নূর মোহাম্মদ

পরামর্শক

সায়ফুল হুদা

প্রকাশনা সহযোগী

সাবা তিনি

## সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ২

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা:

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

পৃষ্ঠা ৫

তহবিল সংগ্রহে এনজিওগুলোর

ভাল নেটওয়ার্কিং প্রয়োজন

পৃষ্ঠা ৮

ইয়ুথ কর্ণার

পৃষ্ঠা ৯

গাজীপুরে সংযোগ ও

হিয়া কার্যক্রম শুরু

পৃষ্ঠা ১১

নারীর প্রতি বৈষম্য আর

সহিংসতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রকে

এগিয়ে আসতে হবে

পৃষ্ঠা ১২

সংবাদ

## সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা। বিবিএস-এর ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট নারীর প্রায় ৮৭ ভাগ পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে আবার প্রায় ৭০ শতাংশ সহিংসতার ঘটনা কখনো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায় না।

তারপরও যেসব খবর প্রকাশ পায় তার মধ্যে এক তথ্যে দেখা গেছে, ২০১৭ সালের প্রথম ১০ মাসে ৬০০ এর বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। এর মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সহিংসতার শিকার নারীদের হত্যা করা হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র এক রিপোর্টে বলছে, গত অক্টোবর মাসে পারিবারিক নির্যাতনে ২৮ জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে। আর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাসে মোট ৩০৫টি পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২০৭ জন নারীকে স্বামী হত্যা করে। অন্যদিকে নির্যাতন সহিতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে ৩৯ জন।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিবাহিত জীবনে ৮৭ শতাংশ নারী জীবনে কোনো না কোনো সময়ে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক কিংবা যৌন নির্যাতন। নারীর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতনের এ চিত্র শুধু বাংলাদেশে না, এটি বিশ্বের সব জায়গাতেই কম-বেশি রয়েছে। এরই আলোকে ১৯৯১ সাল থেকে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারা বিশ্বে ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬ দিনের কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। লক্ষ্য নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করা। কিন্তু বাস্তব অগ্রগতি কতটা হতাশাব্যঞ্জক তা উপরের পরিসংখ্যান দেখলেই স্পষ্ট হয়।

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ হিসেবে প্রতিরোধের অভাব, পিতৃ তন্ত্র ও বৈষম্যমূলক আইনকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, অপরাধী তার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পায় না বলেই বারবার নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেই চলেছে। যদিও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ এ ধরনের সহিংসতা রোধে সরকার এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কাজ করছে। কিন্তু ব্যক্তিগত উপলব্ধি না আসলে যেকোনো অপরাধই বন্ধ করা সম্ভব না।

তবে এরপরও কম-বেশি সবাই একমত যে, আইনের প্রচার এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা যেমন থাকতে হবে, তেমনি বিচার বিভাগকে জেন্ডার সেনসেটিভ হতে হবে।

সম্পাদক

প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: আবদুর রউফ

প্রকাশক ও সম্পাদক: ড. নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), বাড়ী # ৯৩/৩, লেভেল ৪-৬, রোড # ৮, ব্লক-সি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

টেলিফোন: ০২-৯৮৫৩৩৬৬, ০২-৯৮৫৩২৮৪, ০২-৯৮৮৪৪০২। ই-মেইল: projanmo@pstc-bgd.org

এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের সহায়তায়

STOP

Violence Against Women

I TAKE ACTION TO END  
VIOLENCE AGAINST WOMEN & GIRLS  
DO YOU ?

# ডেঙ্গার ডিক্টক সহিংসতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. নূর মোহাম্মদ

২ প্রজন্ম কথা ৥ নভেম্বর ২০১৭

নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা বিশ্বের সবচেয়ে চিরায়ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটির কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা জাতীয়গত সীমানা নেই। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী আনুমানিক তিনজন মহিলার মধ্যে ন্যূনতম একজন তার জীবদ্দশাতেই শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

জৈভার-ভিত্তিক সহিংসতা নারীদের স্বাস্থ্য, মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। যদিও প্রত্যেকটি সমাজে এই সহিংসতার বিষয়টি একধরনের নিরবতার মধ্যে থেকে যায়। মনে হয়, এটিই যেন আসল সংস্কৃতি। সহিংসতার শিকার হওয়া অনেককেই অব্যাহত গর্ভধারণ যেমন করতে হচ্ছে, তেমনি ঘটছে অনিরাপদ গর্ভপাতসহ ট্রমাটিক ফিস্টুলার মতো ঘটনা। এছাড়া এইচআইভিসহ যৌন ব্যাধির সংক্রমণে মৃত্যুর ঘটনাতো আছেই।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের সহযোগিতায় করা বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৪ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সমাজের মাত্র ৮ শতাংশ নারী বাড়িতে নির্যাতিত হয় না। প্রায় ৭৭ শতাংশ নারী বলেছেন, যে তারা আগের বছরেই নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং তিনজনের মধ্যে একজন তাদের আঘাতের সেবা নিতে হাসপাতালে যাননি।

এই পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় ৮৭ শতাংশ বাংলাদেশী বিবাহিত নারীরা তাদের স্বামী দ্বারা নির্যাতিত হয়। এই জরিপটি মূলত: ১২,৬০০ নারীর মধ্যে করা হয়েছে। দেখা গেছে, অধিকাংশ বাংলাদেশী পরিবারে পারিবারিক নির্যাতনে এখনো উল্লেখযোগ্য হারে বিদ্যমান। যদিও তথ্য এবং ঘটনাগুলি জরিপের আগের বছরের। তারপরও এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, যে ৫০ শতাংশ নির্যাতিত নারী গুরুতর আহত হয়েছেন, কিন্তু তিনজনের মধ্যে একজন স্বামীর প্রতিশোধের ভয়ে হাসপাতালে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান না হলেও, ক্যাথলিক মহিলাদের মধ্যেও সমস্যাটির প্রভাব রয়েছে।

জরিপে পাওয়া তথ্যগুলির মধ্যে এক মহিলার উদ্ধৃতি ছিল এই রকম যে, “স্বামীরা আমাদেরকে দুর্বল মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে, আমাদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার তাদের আছে। এমনকি আমাদেরকে মারতেও পারে। আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করেছি। আমার দুটি সন্তান আছে। আমার স্বামী আমার কথা শোনে না, এবং সে যা বলে আমি যদি তা না করি তাহলে সে আমাকে মারে।”

যদিও সামগ্রিকভাবে গবেষণাটিতে দেখানো হয়েছে, অশিক্ষা কিংবা শিক্ষার নিম্ন হারের সাথে সম্পর্কযুক্ত নারীরাই বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি) এর তথ্যমতে, ২০১২ সালে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ৫,৬১৬ টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল ধর্ষণের ঘটনা



(৯০৪)। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল হত্যা (৯০০)। গুম এবং গুম করে হত্যা (৬৬২) যৌতুক সংক্রান্ত হত্যাকাণ্ড (৫৫৮), এবং আত্মহত্যা (৪৩৫) টির ঘটনা ছিল উল্লেখ করার মতো।

অন্য একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জেভার ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাগুলো খুব একটা পুলিশের কাছে রিপোর্ট হয় না। যাওবা জানা যায়, তা শুধু হিমশৈলের চুড়া মাত্র, সমস্যার তীব্রতা এরচেয়ে অনেক বড়। মূলত: পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থাই নারীদের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির একটি বড় কারণ।

এ পরিস্থিতিতে, অনেক সংগঠন জেভার সমতা এবং নারী ক্ষমতায়ন, জেভার ভিত্তিক সহিংসতায় শারীরিক ও মানসিক সমস্যা মোকাবেলা করতে কাজ করেছে। তাদের কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে মনো-সামাজিক সহায়তা, ধর্ষিতাদের চিকিৎসা এবং ধর্ষণ প্রমাণ সংগ্রহের উপকরণ (রেপ কিট) সরবরাহ। সেসাথে সমাজের সকল নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং অবমাননামূলক জীবন ধারনের অধিকার নিশ্চিত করা।

এই কর্মপরিকল্পনায়, ১৯৯১ সালে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবিলা করার লক্ষে একটি আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান শুরু হয়। যা জেভার-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি বা জেভার বেইজড ভায়োলেন্স) এর বিরুদ্ধে “১৬ দিনের কর্মসূচী” (16 Days Activism) নামে পরিচিত। এই প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হিসেবে প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত নারীর প্রতি সহিংসতা: মানবাধিকার লঙ্ঘন দিবস পালিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচী রুটগারস ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর উইমেনস গোবাল লিডারশিপ (সিডবিউজিএল) দ্বারা পরিচালিত নারী উদ্যোক্তাদের প্রথম উদ্যোগ।

এই কর্মসূচীর আলোকে শুরু থেকেই বাংলাদেশ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচারণা চালাতে খুবই সক্রিয়। কারণ এটি জাতিসংঘের দ্বারা নির্ধারিত ১৬ দিনের অ্যাক্টিভিজম। এই প্রচারাভিযানে নারী নেতৃত্ব ও নারী সংগঠনগুলি বিশেষ করে মানবাধিকার ভিত্তিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদাররাও এই কর্মকাণ্ডের সমর্থনে সহায়তা যোগাচ্ছে।

প্রতি বছর, জেভার-ভিত্তিক সহিংসতা বিরুদ্ধে প্রচারাভিযানে ১৬ দিনের সক্রিয়তাবাদ এর জন্য একটি নতুন প্রতিপাদ্যের সূচনা করা হয়। অনেক সময় পুরানো প্রতিপাদ্যও অব্যাহত থাকে। প্রতিপাদ্য বিষয় মূলত জেভার বৈষম্যের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উপর কেন্দ্রীভূত থাকে। মূলত: সেসব বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যাতে প্রভাবিত করার মত কোন পরিবর্তন আনা যায়। প্রচারাভিযানের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যেসব প্রতিপাদ্য গৃহিত হয়েছে, এবং তার আলোকে অংশীদারদের বিভিন্ন কর্মসূচীর বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

- ১৯৯১ সালে প্রথম প্রচারাভিযানের প্রতিপাদ্য ছিল ‘নারীর প্রতি সহিংসতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন’। একই প্রতিপাদ্য আবার ১৯৯২ সালেও ব্যবহার করা হয়েছিল।

- ১৯৯৩ সালে তৃতীয় প্রচারাভিযানের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য ছিল ‘পরিবারের মধ্যে গণতন্ত্র, পরিবারে গণতন্ত্র, সবার জন্য গণতন্ত্র’।
- প্রথম প্রচারাভিযানের প্রতিপাদ্যটি আবার ১৯৯৪ এর প্রতিপাদ্য হিসেবে ফিরিয়ে আনা হয়, তবে একটু পরিবর্তন করে। প্রতিপাদ্য ছিল ‘সচেতনতা, দায়বদ্ধতা, কর্মপরিকল্পনা: নারীদের প্রতি সহিংসতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন’।
- ১৯৯৫ এর প্রতিপাদ্য ভিয়েনা, কায়রো, কোপেনহেগেন এবং বেইজিং: মহিলাদের মানবাধিকার ঘরে আনা, চারটি প্রধান সম্মেলন... বেইজিং এ মহিলাদের চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলন (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫), যা জাতিসংঘ আয়োজিত “ভিয়েনার মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন (১৯৯৩)” এবং ...জনসংখ্যা ও উন্নয়ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন (কায়রো, ১৯৯৪) এবং সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সামিট (কোপেনহেগেন, ১৯৯৫) এর পর তৃতীয় বৃহৎ জাতিসংঘ আয়োজিত সম্মেলন।
- ১৯৯৫ এর প্রতিপাদ্য এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধান সম্মেলনগুলির অনুসারী হিসাবে, ১৯৯৬ এর প্রতিপাদ্য ছিল ‘নারীর অধিকার ঘরে আনা: আমাদের দর্শন নিরূপক’।
- ১৯৯৭ সালের প্রচারাভিযান ছিল ‘মানবাধিকার বাসায় এবং বিশ্বে দাবি করো’ যা ১৯৯৮ সালের ‘গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর উইমেনস হিউম্যান রাইটস’ এর প্রতি কাজ করেছিল।
- ১৯৯৮ সালে প্রচারাভিযানের প্রতিপাদ্য ছিল ‘মানবাধিকারের জন্য সম্মান একটি সংস্কৃতি নির্মাণ করা’।
- ২০০৭ সালের প্রচারাভিযানটি ছিল ‘বাস্তবায়নের দাবি, বাঁধাগুলিকে চ্যালেঞ্জ: নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করো’।
- ২০০৮ সালের প্রচারাভিযানের শিরোনাম ছিল ‘নারীর জন্য মানবাধিকার সবার জন্য মানবাধিকার: ইউডিএইচআর ৬০, যা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৬০তম বার্ষিকী পালন করেছে।
- ২০০৯ এর প্রতিপাদ্য ‘অঙ্গীকার, আচরণ, দাবি: আমরা নারীদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ করে দিতে পারি’!
- ২০১০ সালের প্রতিপাদ্য ছিল নারীদের উপর সহিংসতার বিরুদ্ধে ১৬ দিনের সক্রিয়তাবাদ প্রচারাভিযানের ২০তম বছরকে কেন্দ্র করে। যার শ্লোগান ছিল ‘সহিংসতার অবয়ব: নারীর বিরুদ্ধে জঙ্গীবাদ ও সহিংসতাগুলির চক্র নির্ধারণ করা’।
- ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রচারাভিযানের প্রতিপাদ্য ‘ঘরে শান্তি হতে বিশ্বে শান্তি: আসুন সামরিক অবস্থাকে অস্বীকার করি এবং নারীর প্রতি সহিংসতার সমাপ্তি করি’।
- ২০১৫ এবং ২০১৬ এর মধ্যে, প্রচারণাটির প্রতিপাদ্য ‘ঘরে শান্তি হতে বিশ্বে শান্তি: সকলের জন্য শিক্ষা নিরাপদ করুন’!

২০১৭ সালের ১৬ দিনের কর্মসূচীর প্রচারাভিযান মানবাধিকার কাঠামোর উপর, সাম্প্রতিক বছরগুলোর চেয়ে বেশী জোর দেয়। মূলত এই প্রচারাভিযানে সমাজের সর্বস্তরের মনোযোগ আকর্ষণ এবং জন সমর্থন সৃষ্টি সহ, সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের জন্য পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও, এই ১৬ দিনের সক্রিয়তাবাদ কর্মসূচিগুলি প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি এবং নীতি পরিবর্তনের পক্ষে প্রচার করেছে। বলা হয়েছে, এ কার্যক্রম নারীর বৈশ্বিক নেতৃত্ব কেন্দ্র (সিডবি-উজিএল) দ্বারা মানবাধিকার কাঠামো ব্যবহার করে শুধুমাত্র জেভার-ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য নয়। বরং সমাজ থেকে একবারে সহিংসতা নির্মূল করতে একটি পুনর্বিবেচনার এবং পুনর্নির্ধারণের গুরুত্ব প্রদান করে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ২০১৭ সালের প্রচারণার প্রতিপাদ্য হচ্ছে কাউকে পেছনে ফেলে যেও নাঃ নারী এবং মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ কর (Leave No One Behind: End Violence Against Women and Girls) কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের উন্নয়ন সংস্থা কোয়িকা (Koika) দ্বারা সমর্থিত অন্য একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অনেকেই অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান যেমন শালিশ বা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কাজ করতে পছন্দ করেছে। এবং যখন তারা রিপোর্ট করেছিলেন বা আনুষ্ঠানিক কাঠামোর কাছ থেকে প্রতিকার পেতে চেয়েছেন, তখন তারা গ্রাম আদালতকে পছন্দ করেছেন।

ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং কোরিয়া উন্নয়ন সংস্থা, কোয়িকা কর্তৃক পরিচালিত একটি তিন বছরের প্রকল্পের অধীনে এই গবেষণা করা হয়েছিল।

এই গবেষণা, কালিমা এবং অন্যান্য প্রচলিত অনড় সামাজিক

নিয়মকে ঠিক করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে যাতে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকে ব্যক্তিগত বা পরিবার পর্যায়ে ব্যাপার বলে চালানোর রহস্যকে দূর করা যায়। এক্ষেত্রে পুরুষ ও ছেলেদের ভূমিকাই যৌন এবং জেভার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে বেশ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ জেভার বেইজড ভায়োলেন্স বা জিবিভি প্রতিরোধে জিরো টলারেন্সের লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে এখনও আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেক দেরি। সম্প্রতি প্রকাশিত জেভার গ্যাপ ইনডেক্স বলছে, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে বাংলাদেশ তৃতীয়বারের মতো জেভার সমতা অর্জনে শীর্ষে উঠেছে। ১৪৪ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৪৭ তম। বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম প্রকাশিত গোবাল জেভার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৭-এ বাংলাদেশ ২৫ ধাপ উপরে উঠেছে।

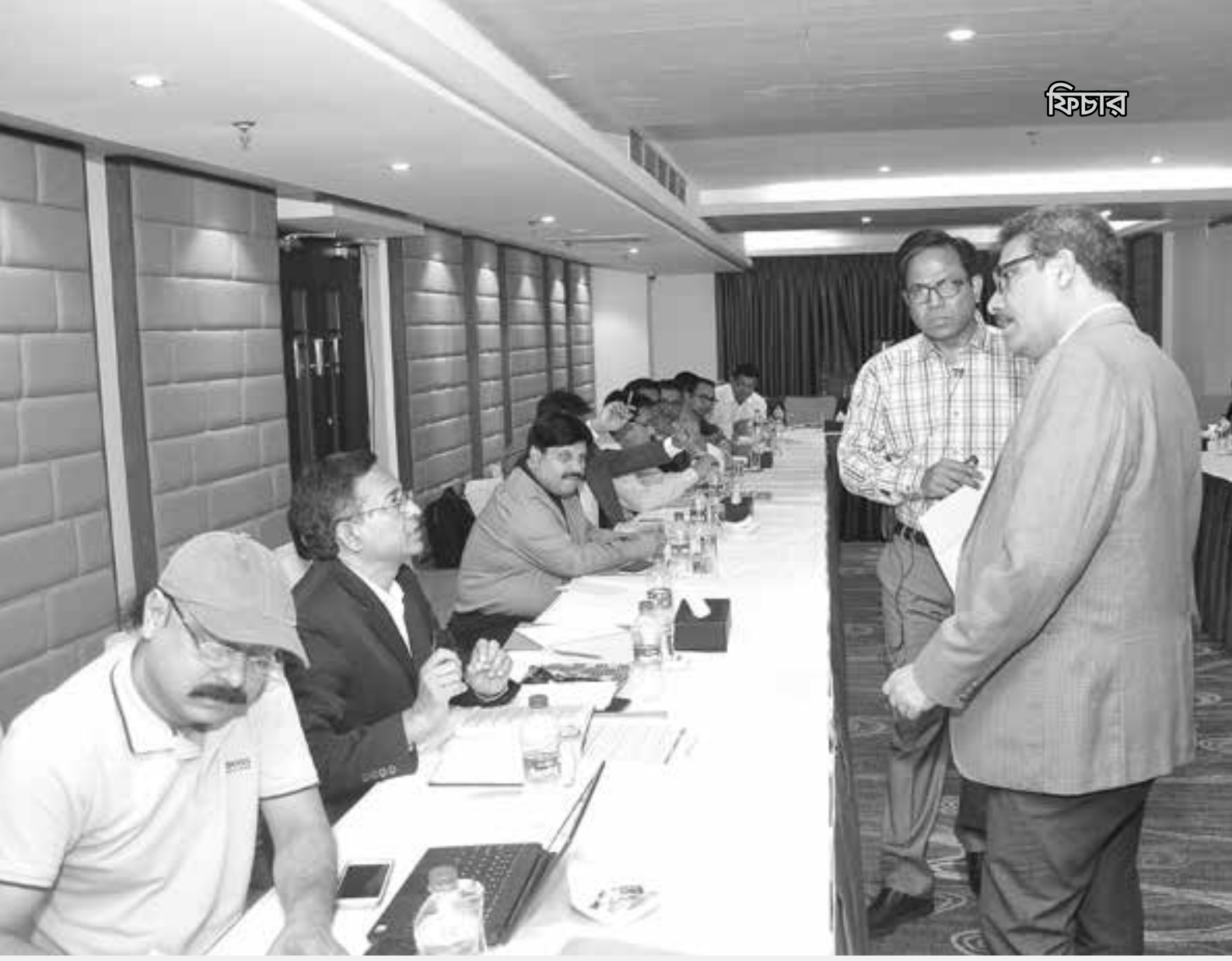
এত উন্নয়নের পরও এখনো আমাদের সমাজে ধর্ষণ, পারিবারিক নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা দেখানোর জন্য দাঙ্গাসহ সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। নারীর প্রতি আমাদের মনোভাব এবং আচরণ পরিবর্তন না করতে না পারলে, প্রত্যাশিত যেকোনো লক্ষ্যেই পৌঁছানো কঠিন হবে। এ কারণে আমাদের সবাইকে জেভার ভিত্তিক সহিংসতার সমাপ্তির দিকে একত্রিত করাই হোক মূল উদ্দেশ্য!

\* লেখক পিএসটিসি এর নির্বাহী পরিচালক এবং প্রজন্ম কথার সম্পাদক। যোগাযোগের জন্য-

ই-মেইল: noor.m@pstc-bgd.org







# তহবিল সংগ্রহে এনজিওগুলোর ডাল নেটওয়ার্কিং প্রয়োজন

১৯ ৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে এনজিও কার্যক্রম। মূলত: সরকারের সঙ্গে বেসরকারী সংস্থাগুলো সেসময় থেকে বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে শুরু করে। বাংলাদেশে বর্তমানে ছোট বড় মিলিয়ে দুই হাজারেরও বেশি এনজিও রয়েছে।

এসব এনজিওর কিছু বিদেশি, কিছু আবার দেশীয় অর্থে পরিচালিত। বিদেশি এনজিওগুলো মূলত: বেসরকারী সাহায্য সংস্থার সহায়তা কিংবা অনুদান নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর দেশীয় অর্থে পরিচালিত এনজিওর অর্থদাতা প্রাথমিকভাবে সরকার। অনেক সময়

সরকারের পক্ষে দেশের দুর্গম এলাকায় উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব হয় না। সে প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এনজিও।

তবে সময়ের সাথে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে এনজিওগুলোর তহবিল সংগ্রহে। কয়েক দশক আগেও এনজিওগুলোর জন্য অর্থায়ন কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু অনেক এনজিও মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে এখন কিছুটা বেগ পেতে হয় তহবিল আনয়নে। তারউপর আর কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ নাম লেখাবে মধ্য আয়ের দেশে। সেসময় অনেক উন্নত দেশই এনজিও সহায়তায় অনাগ্রহী থাকবে।

ভবিষ্যতে তহবিল সংগ্রহে, করণীয় ঠিক করতে গত ২২ নভেম্বর বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো ‘বাংলাদেশে এনজিওদের



তহবিল গঠন' শিরোনামে কর্মশালার। পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার-পিএসটিসির আয়োজনে এই ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে ছিলো কানাডার সংগঠন পেস (PASE), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং ইকোফ্যাব। এছাড়াও আরো প্রায় ৩০টি স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও প্রতিনিধি এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন পিএসটিসির নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ। বলেন, তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে স্থানীয় এনজিওদের ধারণা খুব কম। বেশিরভাগ সময়ই তারা অন্যদের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। ড. নূর, স্থানীয় এনজিওদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং বাড়ানোর উপর জোর দেন। বলেন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ আহরণে আলাদা পরিকল্পনা থাকতে হবে।

এসময় পেস এর নির্বাহী পরিচালক ইমামুল হক, তহবিল সংগ্রহের

ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিং এর জন্য তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। বলেন, বাংলাদেশে তহবিল সংগ্রহের অনুশীলনে একটি বড় ধরনের ফাঁক রয়েছে। তার মতে, একটি সফল তহবিল সংগ্রহের প্রচারাভিযানে স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি।

সে সাথে একটি তহবিল সংগ্রহের প্রচারাভিযান শুরু হওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে রাখার কথা বলেন তিনি। তার মতে, একটি তহবিল সংগ্রহে যাবার আগে একটি সাংগঠনিক বাজেট, কর আদায়ের কাগজপত্র, প্রশিক্ষিত লোকবল, তহবিল সূত্রের জ্ঞান এবং সম্ভাব্য দাতাদের একটি তালিকা বা ট্যাকিং ডাটাবেস থাকতে হবে।

ফুড ফর হাংরী'র কান্ট্রি ডিরেক্টর কমল সেনগুপ্ত, তহবিল গঠনের জন্য দাতা সংস্থা বা দাতা ব্যক্তির জন্য কীভাবে একটি ভাল কারণ তৈরি







করা যায় সেদিকে গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহসানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম এবং ব্যাক ইন্টারন্যাশনাল এর নির্বাহী পরিচালক ফারুক আহমেদ। তারা তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সফল প্রচারাভিযানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সেসাথে যেসব বাঁধা তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, সেসব বিষয়েও বিস্তারিত কথা বলেন তারা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কানাডার আইনি পরামর্শক ব্যারিস্টার নুসরাত জাহান। তিনি কানাডার প্রতিষ্ঠানগুলোর মানবতাবাদী কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। রিসোর্স ব্যক্তিত্ব মার্লিন ক্যাস্তনার এবং মুহিব হক তহবিল সংগ্রহের জন্য তাদের অস্ট্রেলিয়ান অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তারা ‘ক্রাউড ফান্ডিং’ এবং তহবিল বৃদ্ধিতে

ওয়েব ভিত্তিক প্রচারাভিযানের গুরুত্বের কথা বলেন। সাথে তারা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তহবিল সংগ্রহের প্রচারাভিযানের উদাহরণও তুলে ধরেন।

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ এর ডেপুটি ডিরেক্টর এস এম জয়নুল আবেদিন এবং ভিলেটেব্ল গ্রুপের আরিফ আব্দুল্লাহ বিন আফতাব এনজিওগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে বক্তব্য দেন।

গ্রামীণ ফোনের রাসনা হাসান, তহবিল সংগ্রহের জন্য যুবকদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের কাজগুলো টেকসই করার উপর জোর দেন।

বনানীর গোল্ডেন টিউলিপ হোটেলে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় পিএসটিসি প্রধান অর্থায়ন কর্মকর্তা সুস্মিতা পারভিন সকল অতিথি, বক্তা এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান।



তরুণ বন্ধুরা, জীবনে একটা বয়স আসে যেটিকে আমরা বলি টিনএজ বা বয়ঃসন্ধিকাল। মূলত: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বলা হয় টিন এজ। এসময় শরীরে বা মনে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যা কাউকে বলা যায় না। আবার সঠিক জানার অভাবের কারণে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সেসব তরুণদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। যেখানে তোমরা নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারবে, বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর। তোমাদের মনো-দৈহিক বা মনো-সামাজিক প্রশ্নও এ আসরে করতে পারো নিঃসংকোচে। আমরা তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। তোমার প্রশ্ন পাঠাতে পারো ই-মেইলের মাধ্যমে নিচের যে কোনো ঠিকানায়:

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

### ১. যদি কোন বাবা-মার ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে তাদের সন্তানের উপর কি রকম প্রভাব পড়তে পারে?

বাবা-মার ডিভোর্সের প্রধান কারণ হতে পারে মতের অমিল, পছন্দের অমিল কিংবা একে অপরের প্রতি প্রত্যাশার ঘাটতি। একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে কিংবা একজন আরেকজনকে মর্যাদায় ছোট ভাবলেও এ ধরনের পরিণতির দিকে যেতে পারে। যে কোন সন্তানই বুদ্ধিতে, পরিপক্বতায় বাবা-মার পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারে না। ফলে তাদের প্রত্যাশাও থাকে বাবা-মা তাদের কাছে থাকুক অর্থাৎ বাবা-মা একসাথে হাসিখুশি থাকুক। তাদের আবদার আহলাদে থাকুক। যখনই সে প্রত্যাশার পূরণ হয়না, তখনই তাদের মন খারাপ হয়। তারা আশে পাশে তাদের বন্ধুদের বাবা-মার সাথে তুলনা করে এবং তাদের আরো বেশী মন খারাপ হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে এটা তাদের ব্যবহারে, পড়াশোনায় ও সর্বোপরি শরীর-স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ে। তবে বাবা-মার দূরত্বের ব্যাপারটি তাদের বুঝানো হলে এ খারাপ লাগাটা কমে আসে। আমরা বরং বাবা-মারাই তাদের অনেক ছোট ভেবে তাদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলি বা সঠিক তথ্য দেই না, যা সমীচিন নয়। সন্তানরা বেড়ে উঠার সাথে সাথে ব্যাপারগুলো বুঝতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে মেনে নেয়। বাবা-মার উচিত তারা পৃথক হলেও যেন রুটিন করে সন্তানদের সময় দেয়, তাদের হাসিখুশিতে রাখো।

### ২. আমাকে ফোনে অনেক কথা বলতে হয় আমার চাকরীর খাতিরে। অনেক সময় অনেকে অনেক জোরে (loudly) কথা বলে। সেক্ষেত্রে আমার কানের কী কোন ক্ষতি হতে পারে?

যে কোন কারণেই হোক ফোনে অতিজোরে কথা বলা উচিত না। আশে পাশের মানুষের ডিসটার্ব হয়। যদি অন্য প্রান্তে কেউ জোরে কথা বলে তাহলে বুঝতে হবে তার শোনার সমস্যা হচ্ছে ফলে তার কথা বলাটাও সে জোরে করে দেয়। সেক্ষেত্রে সহজ সমাধান হচ্ছে রিসিভার কানের একটু দূরত্বে রাখা। ইদানিং আমরা মোবাইলেও অনেক সময় ধরে কথা বলি। এটা অবশ্যই ঠিক না। মোবাইলে রেডিয়েশনের মাত্রা তুলনামূলক ভাবে বেশী। ফলে তা শুধু কানেরই নয় আমাদের মস্তিষ্ক তথা ব্রেইনের উপরও চাপ দেয়। যা নিয়মিত হলে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার কারণ হতে পারে। যে কোন ফোনেই দীর্ঘসময় কথা বলা ঠিক নয়। ফোনালাপ

সবসময় সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

### ৩. স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ এক হলে তাদের সন্তান কী বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ এক হলেই তাদের সন্তান বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধী হবে এটি ভাববার কোন কারণ নেই। তবে আরো অনেক বিষয় আছে যা এ ধরনের সন্তান জন্মে ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক সময় নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিয়েতেও এ ধরনের প্রভাব পড়ে। জেনেটিক কিছু বিষয়ের সাথে রক্তের উপাদানগত কিছু বিষয় আছে যা পরীক্ষা করে নেয়াই ভালো। এ সমস্ত কারণেই আমাদের উচিত বিয়ের আগে ভবিষ্যৎ স্বামী ও স্ত্রীর রক্তের পরীক্ষা করিয়ে নেয়া। এ পরীক্ষা করে নিলেই অনেকটা নিশ্চিত হয়ে সংসার শুরু করা যায়।

### ৪. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র ছেলে মেয়েরা তাদের জুনিয়রদের র্যাগিং করে থাকে। আমি শুনেছি র্যাগিং এর দরুণ অনেকে আত্মহত্যা করে। এই র্যাগিং বন্ধ করার কী কোন উপায় নেই?

র্যাগিং করা একটি নিন্দনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই 'র্যাগিং' করাটা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন তা অবশ্যই জুনিয়রদের কাছে সহনীয়তার মধ্যে থাকে না। ফলে অপমানবোধ, অসহায়তা, শেয়ার করতে না পারা- সব মিলিয়ে একজন জুনিয়র ডিপ্রেশনে চলে যায়। যার পরিণতি অনেক সময় আত্মহত্যা পর্যন্ত

গড়ায়। এ প্রথা অবশ্যই বন্ধ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নজরদারি আরো বাড়ানো উচিত। বিশেষ করে যারা হল বা হোস্টেলে থাকে তাদের উপর এ ধরনের র্যাগিং বেশী চলে। হোস্টেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে আরো বেশী কঠোরতা ও নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিপালন করে এটি বন্ধ করতে পারেন। সেই সাথে নতুনদের বরণের যে সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য, তা চর্চা করা উচিত। সিনিয়ররা জুনিয়রদের জন্য মডেল হয়ে উঠতে পারে গাইড হয়ে, ভালো পরামর্শ দিয়ে, সহায়তা করে, সর্বোপরি সুন্দরভাবে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে।





# গাজীপুরে সংযোগ ও হিয়া কার্যক্রম শুরু

## বাং

লাদেশে তরুণদের মাঝে এইচআইভির ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনি বাল্য বিবাহ নিয়ে আছে সামাজিক নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা। এসব দূর করতে বেশ অনেকদিন ধরেই কাজ করছে পপুলেশন সার্ভিসেস বন্ডে ট্রেনিং সেন্টার পিএসটিসি। সম্প্রতি সংস্থাটি গাজীপুরে সংযোগ এবং হ্যালো আই এম কর্মসূচির উদ্বোধন করে।

বক্তারা বলেন, যুবকদের জন্য একটি ভাল জীবন নিশ্চিত করাসহ প্রতিটি স্টেকহোল্ডারের কর্মসূচি যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়, সে লক্ষ্যেই কর্মসূচির আওতায় কাজ করা হবে।

ইউএনও অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের প্রতিনিধিরা, স্থানীয় অভিজাত ও স্থানীয় যুবক যুবতী।

## সংযোগ পাতা

সংযোগ হচ্ছে এইচআইভি বাঁকির আওতায় বাংলাদেশী তরুণদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার রক্ষায় পিএসটিসি'র একটি প্রকল্প। বর্তমান বছরের গত ৯ মার্চ দুই বছরের জন্য এই প্রকল্পটি দেশের সাতটি জেলায় শুরু হয়।

অন্যদিকে বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে দূর করতে 'হ্যালো আই অ্যাম-হিয়া' প্রকল্পটি চার বছরের জন্য হাতে নেয়া হয়। আইকিয়া ফাউন্ডেশন এবং রুটগারস এর সাহায্যার্থে আরএইচস্টেপ এবং দুঃস্থ সাহায্য কেন্দ্রের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ২৭ জুলাই এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই প্রকল্পের অংশীদার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মাহমুদুল হাসান বলেন, এই প্রোগ্রামগুলি একমাত্র সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই সফল করা সম্ভব। এজন্য তিনি সচেতনতা সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার পরামর্শ দেন।

এসময় পিএসটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ বলেন, পিএসটিসি'র সকল কার্যক্রমই সরকারি কর্মসূচির জন্য সম্পূরক এবং পরিপূরক।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গাজীপুরের সরকারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আখতার উদ্দিন। তিনি বলেন, একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য সংযোগ ও হিয়া প্রকল্প দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিচালক জাকির হোসেন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে মাঠ পর্যায়ে যে সকল এনজিও কাজ করে, তাদের সংবেদনশীল করতে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে।

সমাজকল্যাণ বিভাগের উপ-পরিচালক শংকর শরনশাহা স্বরণ করিয়ে দেন যে, গাজীপুরের ভাসমান জনসংখ্যা উলেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬৩ জেলার মানুষ দ্রুত শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হওয়া গাজীপুরে কাজের সন্ধানে ছুটে আসাকেই এর অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেন তিনি।

মেডিকেল অফিসার ডা. মাহমুদা আক্তার ও পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালক লাজু শামসুল হক ও এই সভায় বক্তব্য রাখেন।

এর আগে, সংযোগ এর টিম লিডার ড. মাহবুবুল আলম ও হিয়া'র টিম লিডার ড. সুস্মিতা আহমেদ তাদের নিজ নিজ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেন।





# নারীর প্রতি বৈষম্য আর সহিংসতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে

**জি**রো এইচআইভি, জিরো ডিসক্রিমিনেশন, জিরো ভায়োলেন্স- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৩০ নভেম্বর পপুলেশন সার্ভিসেস ট্রেনিং সেন্টার- পিএসটিসি ১৬ দিনের কর্মসূচীর আওতায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেখানে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের পাশাপাশি এইচআইভি /এইডস এর বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি বিষয়ে কথা বলা হয়।

এ উপলক্ষ্যে পিএসটিসির প্রধান কার্যালয় নিকেতনে সংস্থাটির নিজস্ব কর্মকর্তা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজকীয় নেদারল্যান্ড দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারি ড. এ্যানি ভেস্টজেনস।

ড. ভেস্টজেনস তার বক্তব্যে বলেন, সহিংসতার বিষয়গুলো খুব বেশি জনসম্মুখে আসে না কিংবা আলোচনা হয় না বলেই, সমাজে বিভিন্ন

নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলছে। প্রতিবাদ না হওয়ায় অপরাধীরা খারাপ কাজ করেই যাচ্ছে। তার মতে, সামাজিক এবং শারীরিকভাবে মেয়েদের উপর যেসব নির্যাতন হচ্ছে তার আলোচনা হওয়া উচিত। এতে করে অপরাধীরা শাস্তি পাবে, সেসাথে ন্যাক্কারজনক এসব কাজ কম ঘটবে।

এসময় পিএসটিসির নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ বলেন, নারীর প্রতি বৈষম্য কিংবা সহিংসতা প্রতিরোধে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে নারীর বেতন কাঠামো সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

আলোচনা সভা শেষ হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, সেসাথে সহিংসতা প্রতিরোধে সবাই বোর্ডে লিখে স্বাক্ষরও করেন।



# চট্টগ্রামের সাংবাদিক ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রারদের সাথে বাল্য বিবাহ নিয়ে আলোচনা

আইনত মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর কিন্তু অনেক সময়ই অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে এই বয়সের আগেও বিয়ে হয় থাকে। মেয়েদের উপর বাল্যবিবাহের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি। বিশেষত স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে। বিশ্বব্যাপী বাল্যবিবাহের সর্বোচ্চ হার যে দেশগুলোতে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। প্রতি ৩টি বিয়ের ২টি হয় বাল্যবিবাহ। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, একমাত্র সচেতনতাই পারে বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে মেয়েদের রক্ষা করতে। এলক্ষ্যে গত ২৭ নভেম্বর বন্দর নগরী

চট্টগ্রামের সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনের সাংবাদিকদের সাথে পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের ‘হ্যালো আই অ্যাম’ (হিয়া) এর টীম এক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এই আলোচনায় হিয়া’র টীম লিডার ড. সুস্মিতা আহমেদ তার প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরেন। বলেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

পিএসটিসি’র জেডার ও গভর্নেন্স কম্পোনেন্ট ম্যানেজার কানিজ





গোফরানী কোরায়শী সাংবাদিকদের ইতিবাচক চরিত্রগুলো দিয়ে রোল মডেল তৈরির আহ্বান জানান। বলেন, এতে করে অন্যরাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত হবে। তার মতে, অল্প বয়সে বিবাহিত মেয়ের যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে না। যার কারণে মেয়েটির নিজের শরীরের সম্পর্কে নিজের অধিকারের বিষয়টি অজানা থাকে।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর সিনিয়র সহকারী সম্পাদক আহমেদ মুনির ও সুজন ঘোষ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির ব্যুরো ইনচার্জ অনুপম শিল, ভোরের কাগজের সিনিয়র রিপোর্টার প্রীতম দাস, ডেইলি স্টারের সৌরভ ভট্টাচার্য, এটিএন নিউজের মুনায় বিশ্বাস, ডেইলি স্টারের অরুণ বিকাশ দে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির অহসান রিটন

এবং বিডিনিউজ২৪ ডটকমের উত্তম সেন গুপ্ত।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন পিএসটিসির প্রকল্প কর্মকর্তা আবু খায়ের মিয়া। বলেন, মেয়েরা সমাজে কেন নিরাপদ নয় অথবা পরিবার মেয়েদের কেন বোঝা মনে করে, এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাল্য বিবাহ রোধ করা কঠিন হবে।

এসময় সাংবাদিকরা বাল্যবিবাহ নিয়ে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন এবং বলেন যে সাধারণ মানুষদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তারা স্থানীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে একসাথে কাজ করার উপর গুরুত্ব দেন।

সবাই একমত হন যে মসজিদের ইমাম এবং বিবাহ নিবন্ধনকারী







কাজী, বাল্যবিবাহ রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই বৈঠকে কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য উপস্থাপন, মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, স্কুল পর্যায়ে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে কল্পবিজ্ঞান দূরীকরণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার পরই হিয়ার টিম আরেকটি সেশনে বৈঠক করেন চট্টগ্রামের ম্যারেজ রেজিস্ট্রারদের সাথে। সেখানে, মেয়েদের বয়স সম্পর্কে অভিভাবকদের দেওয়া ভুল তথ্য পরীক্ষা করার উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। রেজিস্ট্রাররা আশ্বস্ত করেন যে তারা ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে কখনোই পড়ান না। তবে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মিথ্যা জন্মনিবন্ধন প্রদান

বন্ধের উপর জোর দেওয়া হয়।

পরবর্তী দিনে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে হিয়া প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন হিয়া প্রকল্পের টিম লিডার ডা.সুমিত্রা আহমেদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের

সিভিল সার্জন ডা.আজিজুর রহমান সিদ্দিকি। তার বক্তব্যে তিনি বলেন বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি। এর কারণে আমরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। তিনি আরো বলেন বাল্য বিবাহ বন্ধে আমাদের সার্বিক ভাবে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে সকলের অংশগ্রহণে ১৬ দিনের কর্মসূচির আওতায় একটি র্যালির আয়োজন করা হয়।





# পিএম ইএল ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্তকরণ

অনেক সচেতনতামূলক কর্মসূচীর পরও বাংলাদেশে এখনও হরহামেশা বাল্যবিয়ের ঘটনা ঘটছে। বর্তমানে গড়ে ৫২ শতাংশ মেয়েরই ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। মূলত: স্বল্প আয়ের বড় পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রেই এ ঘটনা বেশি ঘটছে। এছাড়া অল্প শিক্ষিত বাবা মা, স্কুল থেকে ঝরে পড়াও বাল্যবিয়ের অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে একটি। দেখা গেছে, যেসব পরিবার বা অঞ্চলে বাল্যবিয়ে বেশি হচ্ছে, সেখানে টেলিভিশন, রেডিও বা অন্যান্য

মিডিয়ার প্রাপ্তি বেশ কম।

গত ২০ ও ২১ নভেম্বর ২০১৭ পিএসটিসি আয়োজিত দুই দিনের পিএমইএলই (পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং শিক্ষা) ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়। এই কর্মশালায় পিএমইএল বেইজলাইন জরিপের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।



পিএসটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। বলেন, জরিপ থেকে উঠে আসা প্রস্তাবনাগুলোর মধ্যে যেসব তথ্য পিএসটিসির 'হ্যালো, আই অ্যাম' হিয়া'তে বেশি কাজ দেবে, সেগুলোতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

এসময় রুটগারস আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের গবেষক এবং পিএমই অফিসার ইলেন্স ফ্লিঙ্ক বলেন, বাল্যবিবাহ একটি জটিল সামাজিক সমস্যা। এরজন্য প্রয়োজন স্থানীয় সমাধান। ফ্লিঙ্ক সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে ইতিবাচক উদাহরণগুলো তুলে নিয়ে এসে, তাদেরকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করার কথা বলেন। তারমতে এর ফলাফল অবশ্যই ইতিবাচক হবে।

কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন হিয়ম্বর টিম লিডার ড. সুস্মিতা আহমেদ এবং কম্পোনেন্ট ম্যানেজার (জিএজি) কানিজ গোফরানী কোরায়শী। তারা তাদের বক্তব্যে সমাজের ভালো ঘটনাগুলোর উপর বেশি জোর দেন। এসময় অনুষ্ঠানে ইতিবাচক ঘটনার উপর বেশ কয়েকটি উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়।

পিএসটিসির কর্মকর্তা ছাড়াও কর্মশালায় আরো অংশ নিয়েছে আরএইচস্টেপস এবং দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে'র) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।





# প্রজন্ম

কথা

*Voice of the generation*

PROJANMO **KoTha**

NOVEMBER 2017

## Gender based violence: Bangladesh Scenario

**NGOs need networking for  
better mobilization of funds**



# Meeting premises for Rent in Green Outskirts of Dhaka **Gazipur Complex**

## POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER (PSTC)

### Facilities

PSTC has five training rooms adequate for five groups of trainees. The rooms are air-conditioned, decorated and brightened up with interested posters and educational charts. Multi-media projector, video camera, still camera and multiple easel boards are available in the classrooms. There are dormitory facilities for accommodating 60 persons in Gazipur Complex. Transport facilities are also available for the trainees for field and site visits.

### General information

Interested organizations are requested to contact PSTC.

We are always ready to serve our valued clients with all our expertise and resources.

### Hall rent

- : Tk. 15,000/- (Table set up upto 100 persons and Auditorium set up upto 200 persons) per day
- : Tk. 8,000/- (upto 40-50 persons capacity) per day
- : Tk. 6,000/- (20-30 persons capacity) per day

### Accommodation

- : Taka 1500/- per day Single Room (2 Bedded AC Room)  
If one person takes, then per room Tk. 1,200 (Subject to Availability) per day
- : Taka 1200/- per day Double Room (4 Bedded Non AC Room)  
If two/three persons take, then per bed Tk. 500)

### Food Charge

- : Tk. 300/- - 400/- per day per meal

### Multimedia

- : Tk. 1500/- per day



**POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER-PSTC**

Address: PSTC Complex, Masterbari, Nanduin, Kaulia, Gazipur Sadar, Gazipur  
Phone: 9853284, 9884402, 9857289, E-mail: [pstc@pstc-bgd.org](mailto:pstc@pstc-bgd.org), Website: [www.pstc-bgd.org](http://www.pstc-bgd.org)



Editor

**Dr. Noor Mohammad**

Consultant

**Saiful Huda**

Publication Associate

**Saba Tini**

## Contents

PAGE 2

**Gender based violence:  
Bangladesh Scenario**

PAGE 5

**NGOs need networking for  
better mobilization of funds**

PAGE 8

**Youth Corner**

PAGE 9

**SANGJOG and HIA  
activities start in Gazipur**

PAGE 11

**State itself needs to come  
forward in checking gender  
based violence**

PAGE 12

**NEWS**

## EDITORIAL

Incidents of violence against women are increasing at an alarming rate in Bangladesh. According to BBS's 2015 statistics, about 87 percent of the women were victims of domestic violence. Again, about 70 percent of the violence never gets published in the media.

Even then, from the news reports published it has been found that in the first 10 months of 2017 there have been more than 600 incidents of rape in Bangladesh. In most of these cases, the victims of violence have been killed. According to a report of Ain O Salish Kendra, 28 women were killed in the family torture last October. And in January to September there were 305 cases of domestic violence. Of these 207 women were killed by their husbands and 39 women, unable to bear torture, committed suicide.

According to the data analysis, 87 percent of the women at some point during their married life have been victim of torture. It includes physical, emotional, financial torture or sexual abuse. This picture of violence against women is not only in Bangladesh but prevails more or less in all parts of the world. In light of this and according to the decision of the United Nations, 16 Days of Activism is being observed all over the world every year from 25 November to 10 December since 1991. The aim is to prevent violence against women. But, the above statistics clearly show how frustrating the real progress is.

Lack of resistance, patriarchy and discriminatory laws have been blamed as the reasons for violence against women in Bangladesh. It is said that violence against women are occurring repeatedly because the perpetrators go scot free. However, the government and various development organizations, through building awareness, are working to prevent such violence. But, without personal realization it is not possible to stop such crime.

Even then, everybody more or less agree that along with advocacy and the freedom of the judiciary, the judiciary must also be made gender-sensitive.

**Editor**

### **Projanmo Founding Editor: Abdur Rouf**

Edited and published by Dr. Noor Mohammad, Executive Director Population Services and Training Center (PSTC).

House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block-C, Niketon, Dhaka-1212.

Telephone: 02 9853386, 9853284, 9884402. E-mail: [projanmo@pstc-bgd.org](mailto:projanmo@pstc-bgd.org)

*This publication could be made possible with the assistance from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands through its supported project SANGJOG*

I TAKE ACTION TO END  
VIOLENCE AGAINST WOMEN & GIRLS  
DO YOU ?

# Gender based violence: Bangladesh Scenario

Dr. Noor Mohammad

Violence against women and girls is one of the most prevalent human rights violations in the world. It knows no social, economic or national boundaries. Worldwide, an estimated one in three women experiences physical or sexual abuse in her lifetime.

Gender-based violence undermines the health, dignity, security and autonomy of its victims, yet it remains shrouded in a culture of silence. Victims of violence can suffer sexual and reproductive health consequences, including forced and unwanted pregnancies, unsafe abortions, traumatic fistula, sexually transmitted infections including HIV, and even death.

Bangladesh scenario is not different from the global scenario. The latest survey by the Bangladesh Bureau of Statistics in collaboration with the United Nations Population Fund published in 2014 mentioned only 8 per cent of women said they were never abused at home. About 77 per cent of respondents said they were abused in the previous year, and one in three victims did not seek hospital treatment for their injuries.

The findings continues to mention that about 87 per cent of Bangladeshi married women are abused by their husband, which came from a sample survey among 12,600 women. The survey found that domestic violence is present in most Bangladeshi households. The data and incidences were of the previous year of the survey, It was also mentioned that 50 per cent of the violated women had sustained serious injuries, but one in three women refused to go to hospital for fear of retaliation by the husband. Although not as prevalent, the problem also affects Catholic women

As the findings mentioned in their voices, referring a lady, that "husbands consider us weak, and therefore believe that they have the right to dominate us, even beating us. I am a university graduate and I take care of our two children. But my husband does not listen to me, and if I do not do what he says, he beats me."

Overall though, violence is correlated to illiteracy and low levels of education among women, the study explained.

According to human rights organization Bangladesh Mahila Parishad (BMP), 5,616 cases of violence against women were recorded in 2012, mostly rapes (904), followed by murders (900), stalking and death as a result of stalking (662); dowry-related murders (558), and suicide (435).



Another study finds gender-based violence in Bangladesh goes unreported to police. Whatever we learn that's just the pick of iceberg, the intensity of the problem is much bigger. It is deeply rooted to our patriarchal mentality and perception of our citizens that men are a bit higher authority.

In this circumstance, many organizations have been working to further gender equality and women's empowerment, and to address the physical and emotional consequences of gender-based violence. The programs offer psychosocial assistance, medical treatment and rape kits to survivors, and promote the right of all women and girls to live free of violence and abuse.

In this purview, an international campaign started back in 1991 to challenge violence against women and girls which is known as 16 Days of Activism against Gender-Based Violence (GBV). The campaign runs every year from 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, to 10 December, Human Rights Day. This activism was first by the Women's Global Leadership Institute, held by the Center for Women's Global Leadership (CWGL) at Rutgers University.

From the very beginning of this activism, Bangladesh is very active to make the campaign successful with different theme as it is prescribed by the United Nations - '16 Days Activism'. The human rights based organizations, particularly some of the women-led and women organizations took the front row in this campaign but United Nations agencies in Bangladesh along with several bi-lateral and multi-lateral development partners are also joining hands to support this activism.

Every year, the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign either introduces a new theme, or continues an old one. The theme focuses on one particular area of gender inequality and works to bring attention to these issues and make changes that will have an impact. So far since the inception of the campaign, the themes taken and actions followed were detailing how participants can get involved and campaign in order to make a change.

The first campaign theme in 1991 was entitled Violence Against Women Violates Human Rights. The theme was used again in 1992.[5]

In 1993, the third campaign's second theme was Democracy in the Family, Democracy of Families, Democracy for Every Body.

The 1994 theme brought back the first theme, but with a minor change. It was entitled Awareness, Accountability, Action: Violence Against Women Violates Human Rights.

The 1995 theme, Vienna, Cairo, Copenhagen, and Beijing: Bringing Women's Human Rights Home, focused on four major conferences, including the Fourth World Conference on Women in Beijing (September, 1995), which was «the third major UN conference since the World Conference on Human Rights in Vienna(1993),» and «...follows the International Conference on Population and Development (Cairo, 1994), and the World Summit on Social Development (Copenhagen, 1995).»

As a follow up to the 1995 themes and major conferences within recent years, the 1996 theme was Bringing Women's Human Rights Home: Realizing Our Visions.

The 1997 Campaign was Demand Human Rights in the Home and the World, which was working towards the 1998 Global Campaign for Women's Human Rights.

The theme for the campaign in 1998 was Building a Culture of Respect for Human Rights

The 1999 campaign theme was entitled Fulfilling the Promise of Freedom from Violence.

In 2000, the theme was Celebrating the 10th Anniversary of the Campaign, in which participants would review the accomplishments of the last 10 years of the campaign and build upon those achievements. The Center also asked participants to send in documentation of their work in order to initiate a project to document the efforts of the campaign.

The campaign theme in 2001 was Racism and Sexism: No More Violence.

The campaign theme in 2002 was Creating a Culture that Says No to Violence Against Women

The 2003 campaign, Violence Against Women Violates Human Rights: Maintaining the Momentum Ten Years After Vienna (1993-2003), was focused on reviewing changes that had occurred in the 10 years since the Vienna Declaration that was a result of the World Conference on Human Rights in Vienna (1993) and the UN General Assembly's adoption of the Declaration on the Elimination of Violence Against Women (2003).

The 2004-2005 campaign was entitled For the Health of Women, for the Health of the World:

## COVER STORY

No More Violence, particularly focused on the «intersection of violence against women and the HIV/AIDS pandemic.»

The 2006 campaign, Celebrate 16 Years of 16 Days: Advance Human Rights <--> End Violence Against Women, celebrated not only those who had contributed to the campaign, but those who had given their lives or suffered violence during their fight against gender inequality.

The 2007 campaign was entitled Demanding Implementation, Challenging Obstacles: End Violence Against Women.

The 2008 campaign title was Human Rights for Women <--> Human Rights for All: UDHR60, which celebrated the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.

The 2009 theme was Commit, Act, Demand: We CAN End Violence Against Women!

The theme in 2010 marked the 20th year of the 16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign, and was entitled Structures of Violence: Defining the Intersections of Militarism and Violence Against Women.

From 2011 to 2014, the theme of the campaign was From Peace in the Home to Peace in the World: Let's Challenge Militarism and End Violence Against Women!

In 2015 and 2016, the theme of the campaign was From Peace in the Home to Peace in the World: Make Education Safe for All!

The 2017 16 Days of Activism Campaign places a stronger emphasis than in recent years on the human rights framework. As always, the 2017 Campaign includes suggestions for awareness-raising activities, including attracting attention and generating public support. This year however, this 16 Days Campaign Actions also includes suggestions for advocacy focused on institutional, legal, and policy change, i.e. for effective laws, policies and institutions that effectively prevent and address GBV in education. This reflects a refocused and renewed emphasis by the Center for Women's Global Leadership (CWGL) on using the human rights framework to campaigning not only to raise awareness about gender-based violence, but also

to eradicate it once and for all.

Aligning with the SDGs, the theme for 2017 to observe the campaign is 'Leave No One Behind: End Violence Against Women and Girls'.

As was mentioned another study supported by KOICA, Korea's development agency, it was found that many preferred to work with informal institutions, such as Shalish or through the Union Parishad, and when they did report or seek redress from formal mechanisms, victims preferred to go to the village courts.

The study was conducted under a three-year project run by the UNDP Bangladesh, and Korea's development agency, KOICA.

The findings, suggested and highlighted the need to also address stigma, stereotypes and other social norms "to demystify gender based violence as a personal or domestic issue". The role of men and boys, including how they are socialized in terms of masculinity and violence, plays a crucial role in preventing sexual and gender-based violence, it said.

Having mentioned all these, we also would like to conclude by saying, Bangladesh has been progressing towards achieving the goal of 'Zero tolerance to GBV' but still we have miles to go to reach the destination. Recent news about the 'Gender Gap Index' says, Bangladesh has topped the South Asian countries in gender equality for the third consecutive year, ranking 47th among 144 nations. It has also moved 25 notches up in the Global Gender Gap Report 2017 published by the World Economic Forum (WEF) in the last month.

We do have still the news of violence everyday including rape, molestation, bullying to show our patriarchal mentality. Until and unless we change our attitude and behavior towards our female counterparts it would be hard to reach the expected goals. Let us all work together towards ending gender based violence!

---

\*The writer is the Executive Director of PSTC and the Editor for ProjanmoKotha. He could be reached at noor.m@pstc-bgd.org





# NGOs need networking for better mobilization of funds

**N**GO activities in Bangladesh started way back in 1972. Basically the non-governmental organizations had started joining hands with the government in various development activities since then. At present the number of big and small non-government voluntary organizations in the country would be more than 2000.

Some of these NGOs carry out their activities with foreign funds while some gather funds locally. International NGOs run their activities basically with foreign financial assistance or funds while the local NGOs' fund primarily comes from the government. Sometimes it is not possible on the government alone to carry out development work in remote areas of the country. Here is where the NGOs play

an important role.

With time some changes have come in the sources of funds for the NGOs. A couple of decades ago, there was no dearth of funds for the NGOs. But now, due to increase in competition acquiring funds for development activities have become a little tough. Moreover, within a few years Bangladesh is going to become a middle-income country, which means a lot of donors and donor countries would lose interest in funding development activities.

For future funding sources, Population Services and Training Center (PSTC) on 22 November, 2017 hosted a day-long "Workshop on Fundraising for NGOs in Bangladesh". The workshop, first of its kind in the country, was co-sponsored by PACE Canada, Manusher Jonno Foundation and EcoFab.



Top management and representatives of nearly 30 local and international NGOs attended the workshop aimed at identifying the process of fundraising worldwide and what the Bangladeshi NGOs need in the impending scenario when the country becomes a middle-income country.

Chairing the inaugural session, PSTC Executive Director Dr. Noor Mohammad said there was lack of ideas regarding mobilizing of funds and the local NGOs are too much dependent on others.

He emphasized on networking among the local NGOs and in having resource mobilization plan for every individual organization.

Earlier, the workshop, held at Hotel Golden Tulip, began with PSTC Chief Finance Officer Susmita Parvin welcoming the guests, speakers and the participants who came from various districts.

PACE Executive Director Emamul Haque said networking was very important in fundraising. Sharing his academic knowledge on the subject, Emamul Haque said there was a huge gap in fundraising practice in Bangladesh. He said networking was important in fundraising and stressed on the necessity of volunteerism for a successful fundraising campaign.

PACE Canada Legal Adviser Barrister Nusrat Jahan in her opening remarks elaborated the experience of how charity and funds for humanitarian causes are collected in Canada.

Country Director of Food for Hungry, Kajal Sengupta in his deliberation stressed on the approach for funds and how to make a good cause as the cause of the donor organization or individual.

It was rare opportunity to hear Dhaka Ahsania







Mission's President Kazi Rafiqul Alam and BRAC International Executive Director Faruque Ahmed shared practical experiences of the successful campaigns of their respective organization and also noted the obstacles they had to pass through.

The working session of the "Workshop on Fundraising for NGOs in Bangladesh" dealt with myths and problems of fundraising. Speaking on the topic, Emamul Haque pointed out the things needed to be in place before a fundraising campaign is initiated.

He laid importance on having, among other things, an organizational budget, non-profit tax status, trained individuals, knowledge of available funding sources and a donor-tracking database before going for a fundraising.

Resource persons Marlene Kastner and Muheeb Hoque shared their Australian experience in fundraising. They spoke on 'crowd funding' and the importance of web-based campaigns in raising funds. They also showed examples of a number of fundraising campaigns around the world including Bangladesh.

ActionAid Bangladesh Deputy Director SM Jainul Abedin spoke on reality check for fundraising while Arif Abdullah bin Aftab of Viyellatex Group spoke on corporate social responsibility of the organizations and the funds available.

Rasna Hasan of Grameen Phone made a presentation on how her organization is working for the empowerment of the youth and making their programme sustainable.



Dear young friends, there is a time in life everyone has to pass through which is also known as 'teenage'. This teenage, basically from 13-19 or sometimes called adolescent period is very sensitive. During this period, some physical as well as emotional changes occur which are at times embarrassing. We have introduced this page for those young friends. Do not hesitate to ask monotheistic or psycho-social questions as well as questions related to sex, sexuality and sexual organs in this page. We will try to give you an appropriate answer. You may send your queries to the below address and we have a pool of experts to answer.

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

1. *If the parents are divorced, then what effect can it have on the child?*

**Answer:** The main reason for parents' divorce can be difference in opinion, disagreement of choice or when expectations of one another remain unfulfilled. If there is no respect for each other or if one of them think of the other having less then it may lead to such fate. No child is intelligent or matured enough to understand the situation of the parents. As a result, they expect their parents to be with them, or in other words, stay together happily, in indulgence and gaiety. Whenever the expectations are not fulfilled, they are upset. They compare their parents with the parents of their friends around and then they are more unhappy. Gradually, it affects their behavior, education, and overall health. However, if they are explained about the difference between their parents, then this bad feeling subsides. We parents rather do not talk with them or give them accurate information, considering them too small, which is not acceptable. As the children grow up, they understand the issues and accept them gradually. Even if the parents are separated, they should make routine to give time to their children and keep them happy.

2. *I have to talk a lot on my phone for the sake of my job. In many cases people talk very loudly. Can this damage my hearing?*

**Answer:** For any reason, one should not speak too loudly on the phone. People around feel disturbed. If someone speaks loudly at the other end, it is understandable that he is having problem in hearing and so he starts talking loudly. In that case, the simple solution is to keep the receiver at a little distance away from the ear. These days we talk over mobile phone for a long time. This is certainly not right. The level of radiation from mobile phones is comparatively higher. As a result, the pressure is not only on the ear, but also on the brain which if is regular may

cause long-term problems. It is not right to talk for long over any phone. The conversation over phone should always be brief.

3. *If the husband and wife have the same blood group, then are their children likely to be physically challenged or disabled?*

**Answer:** There is no reason to think that if the husband and wife's blood group are the same, their children will be physically challenged or disabled. However, there are many other factors that can lead to have such children. Sometimes marriage between close relatives may have such effect. Along with some genetic issues there are some matters related to the blood components which are better to be tested. For all these reasons, the to be bride and bridegroom should have their blood tested. Family can be confidently started after having this test.

4. *Senior boys and girls in schools, colleges and universities are ragging their juniors. I heard that many have committed suicide because of ragging. Is there no way to stop this ragging?*

**Answer:** Ragging has become a condemning issue. When this 'ragging' exceeds the limit, it certainly becomes intolerable to juniors. As a result of humiliation, helplessness and unable to share sends the junior into depression. The consequences of which often lead to suicide. This practice must be stopped.

In this case, the educational institution authorities should increase surveillance. In particular, those who stay in hostels face more of this ragging. The hostel authorities can stop it by being strict and enforcing discipline. At the same time, the traditional orientation of the newcomers should be practiced. Seniors can become models for the juniors through becoming guide, giving good advice, and above all greeting them cordially.





# SANGJOG and HIA activities start in Gazipur

Speakers at a function organized to mark the launch of SANGJOG and 'Hello I AM' activities in Gazipur, said every individual of the stakeholders should play their due role in implementing the programs aimed at ensuring a better life for the youths.

They said the target groups should be addressed properly through peers and creating a congenial environment.

The function held at the UNO Office Conference Room was attended, among others, by

representatives of the concerned government offices, local elites and the local youths.

SANGJOG is Population Services and Training Center's (PSTC) project to safeguard the sexual and reproductive health and rights of Bangladeshi youths under HIV risk which was launched on 09 March, 2017. The two-year program will be implemented in seven districts of the country.

"Hello I Am-HIA" is a four-year program towards ending child marriage through creating a supportive social environment challenging the socio-cultural

## SANJOG PAGE

norms that endorse child marriages. PSTC with support from IKEA Foundation and Rutgers, and in partnership with RHStep and DSK (DusthaShasthya Kendra) launched the program 27 July, 2017. BBC Media Actions is the edutainment partner for HIA to be implemented in.

Representing the Gazipur deputy commissioner, who could not make time for some urgent government meeting, the Additional Deputy Commissioner Mahmudul Hassan said building awareness should be the top priority to make the programs successful.

PSTC Executive Director Dr. Noor Mohammad asserted that all programs taken by the organization are supplementary and complementary to government programs.

The Gazipur Sadar Upazila Nirbahi Officer Akhtar Uddin said both the programs, SANGJOG and HIA were very important to build up a healthy society. He mentioned that these days the administration on the weekly holidays remains alert to receive any

call for stopping child marriage.

Speaking on the occasion Deputy Director of the Ministry of Women and Children Affairs, Zakir Hossain suggested that the government can take up a project to sensitize the NGOs working in the field level to check child marriage.

Deputy Director of Social Welfare Department, Shankar Shoron Shaha reminded that the floating population of Gazipur has increased significantly as people from 63 other districts were pouring in for jobs in the burgeoning industrial zones of the district.

Deputy Director of Family Planning, Lazul Shamsul Huq and Medical Officer Dr. Mahmuda Akhtar also spoke on the occasion.

Earlier, SANGJOG Team Leader Dr. Mahbubul Alam and HIA Team Leader Dr. Sushmita Ahmed made presentations describing the aims and objectives of their respective programs.





# State itself needs to come forward in checking gender based violence

**P**opulation Services and Training Center (PSTC) on 30 November, Thursday organized a discussion on "16 Day Activism: Leave No One Behind" with the theme "Zero HIV. Zero Discrimination. Zero Violence."

The program held at the PSTC Head Office in Niketan was attended by Dr. Annie Vestjens, the First Secretary of the Embassy of the Kingdom of Netherlands in Bangladesh, and all staff members of the organization.

Speaking on the occasion, Dr. Annie said that perpetrators of gender based violence continue to

do their activities because of the taboo that such things should not be discussed. She said physical and social oppression on girls should be discussed and brought to the open and the perpetrators should be punished.

PSTC Executive Director Dr. Noor Mohammad said the state itself needs to come forward in checking gender based violence in some areas like wage discrimination for women labourers.

The program ended with a cultural program and signing commitments on the board pledging to stop gender based violence.





# Child marriage issue discussed with Chittagong journalists and Marriage Registrars

**A**lthough the legal age for a girl in getting married is 18 years, matrimonial ties are sometimes arranged even earlier with the approval from the parents and guardians.

There are long term implications of child marriage, particularly in the development of health, education and social development. Bangladesh is one of the leading countries in the world having high percentage of child marriage. One statistics say that two third of the marriages in Bangladesh are

child marriage. Concerned quarters believe that only increasing awareness can save the girls from the curse of child marriage.

With this objective, Population Services and Training Center's project "Hello I Am" (HIA) on 27 November, 2017 held separate discussions with journalists from the print as well as broadcast media covering social sectors and marriage registrars of the port city of Chittagong.

The discussion with journalists at the Chittagong





Press Club began with HIA Team Leader Dr. Sushmita Ahmed presenting a brief about the HIA programme, its aims and objectives. She mentioned how the journalists can contribute effectively in stopping child marriage.

PSTC's Gender and Governance Component Manager Kaniz Gofrani Quraishy urged the journalists to find out the positive deviances and make role models so that others are inspired for standing against child marriage.

She noted that an early married girl has no idea about sexual and reproductive health. In such cases

a girl does not have right to her own body.

A number of noted journalists including Prothom Alo's Senior Assistant Editor Ahmed Munir, Independent TV's Bureau in-charge Anupom Shill, Bhorer Kagoj Senior Reporter Pritom Das, Daily Star's Shorup Bhattachariya, Mrinmoy Bisshwas of ATN News, Sujon Ghosh of Prothom Alo, Arun Bikash Dey of The Daily Star, Ahshan Riton of Independent TV and Uttam Sen Gupta of BDNews24.com. PSTC project officer Abu Khaer Miah also spoke on the occasion.

Discussing why is that girls cannot be safe in the







society, the meeting observed that the scenario will not change unless a girl is considered an asset of the family.

The speakers pointed out the negative aspects of child marriage and said that general people's mindset needs to be changed. In this regard, they said the local political and religious leaders have to come forward.

It was agreed that the Imams of the mosques and the Kazis, who register marriages, can play an important role in checking child marriage.

The meeting also discussed quality education for adolescent, presentation of accurate information

regarding child marriage, ensuring social security for girls, providing sexual and reproductive health education at school level, eradicating myths about child marriage.

Another session with marriage registrars also discussed sustainable means to check wrong information given by guardians regarding the age of minor girls.

The registrars assured that they never conduct marriage of any girl below 18 years of age. They, however, stressed on checking the issuance of birth certificates with false dates by the concerned authorities.







# PMEL Framework Finalization Workshop held

**C**hild marriage is still fairly widespread with up to 52 per cent girls on average in Bangladesh getting married before they are 18 years old.

Girls from large families with low income, having

less educated parents, school drop outs, and without exposure to television, radio and other media are the most vulnerable.

These were information revealed in the Report on Baseline Survey Dissemination and Finalization



of PMEL (Planning, Monitoring, Evaluation and Learning) Framework at a two-day workshop at PSTC on 20-21 November, 2017.

PSTC Executive Director Dr. Noor Mohammad welcomed the participants and suggested that focus should be on some of the baseline survey recommendations which are very much relevant to and feasible for 'Hello, I Am' (HIA).

Speaking at the workshop, Reasercher and PME Officer, International Proorammes of Rutgers, Ilse Flink said child marriage is a complicated social

problem which needs local solutions. She stressed on finding positive deviances and making them role models for better outcomes.

HIA Team Leader Dr. Sushmita Ahmed and Component manager (GAG) Kaniz Gofrani Quraishy also spoke at the workshop which included a number of exercises and presentations on positive deviances.

Programme manager and Project Officers from RHSteps and Dustha Sasthya Kendra (DSK) also participated in the workshop.

